বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বাক্সে কাঁকড়ার ফ্যাটেনিং

ক. প্রতিপালনের সময়কালঃ ৬০ থেকে ৯০ দিন

এই পদ্ধতিতে কাঁকড়াকে বাক্সের মধ্যে রেখে ফ্যাটেনিং করা হয়।

খ. খাবারের প্রকৃতি

- সামুদ্রিক মাছ খেতে কাঁকড়া খুব পছন্দ করে, তবে এর সাথে সাথে শামুক, ঝিনুক, কেঁচো ইত্যাদি খেয়ে থাকে। বাজারের বর্জিত মাছ বা কম দামি মাছ (লটে, রুলি,ল্যাটা, পুঁটি ইত্যাদি) দেওয়া যেতে পারে।
- বাজারে মাছ সহজলভ্য হলে বেশি মাছ কিনে মজুত করা যেতে পারে বা শুটকি করে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

গ. খাবার দেওয়ার পদ্ধতি

- মাছ ছোট ছোট টুকরো করে দিনে দুই বার নিম্নবর্ণিত পরিমাপ অনুসারে কাঁকড়ার বাক্সের মধ্যে দিতে হবে।

ঘ. পরিমান

কাঁকড়ার ওজন (গ্রাম)	খাবারের পরিমাপ প্রতি কাঁকড়া (গ্রাম)
৫০	৬
১০০	১২
১৫০	১৮
২০০	২৪
৩০০	৩৬
৫০০	৬০
১০০০	৯০
১০০০ গ্রামের বেশি	৭০

ঙ. পরিচর্যা

- কাঁকড়ার গায়ে শ্যাওলা জমা খুব সাধারন ব্যাপার। কাঁকড়াভরা বাক্সের কাঠামো গুলিকে মাঝে মাঝে পুকুরের মধ্যে স্থান পরিবর্তন করা দরকার। এতে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন জলে মেশে ও শ্যাওলা দূরীভূত হয়, কাঁকড়া নড়াচড়া করলে খিদে বাড়ে ও স্বাস্থ্য ভালো থাকে
- সঠিক pH (৭.৫-৮.৫) ও লবনাক্ততা (৫-২৫ ppt) বজায় রাখতে হবে।
- অনেক সময় বাক্সের খোলা অংশ শ্যাওলা জমে বন্ধ হয়ে যায় তাই সময়মত দেখে রাখা দরকার।
- কাঁকড়া ১৫০ থেকে ২০০ গ্রাম হলেই বাজারের চাহিদা অনুযায়ী বাজারজাত করন করা যায় তবে নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে বাজারে চাহিদা খুব বেশি থাকে।